Sanatan Dharma

ব্রাক্ষ্মন কে

ব্রহ্ম জানাতি সঃ ব্রাহ্মণ অর্থ্যাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ ।

ব্রহ্মবিদ্যা হলো অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় যা গুরু পরম্পরায় এসে থাকে। আন্তাজি হয়ে যায় না। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে হলে অবশ্যই গুরু পরম্পরার মাধ্যমে তা জানতে হবে। সদগুরুর সাহায্য নিতে হবে।
গুরু ছাড়া ব্রহ্মবিদ্যা এমনি এমনিই হয়ে যাবে না।

আমি তো ব্রাহ্মণ নই, আমি কি ঈশ্বরের পুজা করার অধিকার রাখি?

উত্তরঃ বেদের সব থেকে প্রসিদ্ধ গায়ত্রি মন্ত্র কোন জন্মগত ব্রাহ্মণ পাননি। গায়ত্রি মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয়। সেই মন্ত্র ব্যতিরেকে কোন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নন।

কৌষিতকি উপনিষদ === ঋষি উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু, অহংয়ের কারনে রাজা চিত্র কর্তিত পৃষ্ঠ (জ্ঞান দ্বারা পৃষ্ট) হইয়া পিতা সমেত তাহার শিষ্যত্ব গ্রহন করেছিলেন।

ব্রাক্ষ্মন কে?
ঋগবেদ ৭.১০৩.৮
যে ঈশ্বরের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত, অহিংস, সৎ, নিষ্ঠাবান, সুশৃঙ্খল, বেদ প্রচারকারী, বেদ জ্ঞানী সে ব্রাক্ষ্মণ।

গীতাতেও [৪.১৩] কৃষ্ণ বলছেন আমি চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি গুন ও কর্ম অনুসারে।

ভাগবতে ৭.১১.৩৫ === পুরুষের বর্ণ নির্ণয়ের জন্য যে যে লক্ষন বলা হয়েছে তাহা যদি অন্য বর্ণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তবে যে বর্ণের সাথে তাহার লক্ষন মেলে তাহাকে সেই বর্ণের লোক বলেই বুঝতে হবে।

ব্রাহ্মণ শব্দটা এসেছে ব্রহ্ম থেকে,এক অর্থে, যার রয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান সেই ব্রাহ্মণ।বর্ণপ্রথা পাকাপোক্ত হয়ে সনাতন ধর্মে চেপে বসার আগে ব্রাহ্মণ হতে পারতেন যে কেউ। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ব্রহ্মা প্রথমে সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় করেছিলেন, পরে কর্মানুসারে সকলে নানা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; কেউ হয় ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য এবং কেউ বা শূদ্র। মহাভারতে আরও বলা হয়েছে যে, যিনি সদাচারী ও সর্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন, যিনি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ত্যাগ করেছেন, যিনি সন্তোষকারী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও শাস্ত্রজ্ঞ, তিনিই ব্রাহ্মণ; অর্থাৎ গুণ ও কর্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি, জন্মানুসারে নয়। পরবর্তীকালে অবশ্য জন্মসূত্রে বর্ণ নির্ধারণ-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে নানা শ্রেণিভেদ আছে। অনেকের মতে এই শ্রেণির সংখ্যা ২০০০। এক সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যেই ৪৬৯টি শাখা আছে। শ্রেণি অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়। বাংলায় আচার্য বা গণক এবং

শাকদীপি ব্রাহ্মণেরা পতিত বলে গণ্য হয়। তেমনি অগ্রদানী, ভাট ও পিরালি ব্রাহ্মণরাও সমাজে হীন।নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাংলার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণদের মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। তাদের খুব কম সংখ্যকই আর্য বংশোদ্ভূত। বাংলার ব্রাহ্মণদের শারীরিক গঠন দেখলেই বোঝা যায় আর্যদের বিশুদ্ধ রক্ত নয়।

তারা চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকে বাংলায় আসেন এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তবে পাল আমলে বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া এবং যাগ-যজ্ঞ ভুলে যাওয়ার ফলে তাদের পতিত ও শূদ্রে পরিণত হওয়ার ঘটনাও ঘটে।

মনুস্মৃতিতেই উল্লেখ রয়েছে ২.১৬৮ বেদে জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ স্ববংশ শূদ্রে পরিণত হয়। বল্লালসেন কৌলীন্য প্রথা প্রচলন করেন।মানব জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রের পদচিহ্ন একই ধরনের। প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, বর্ণ, শারীরিক গঠন, লোম, চঞ্চু. প্রভৃতি পার্থক্য আছে। কিন্তু মানুষ মানুষে তেমন পার্থক্য দেখা যায় না। বুদ্ধ মতে, যে-কোন ব্যক্তি সৎকর্ম করলে ব্রাহ্মণের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন। সৎভাব ও কৃচ্ছসাধনের দ্বারা যে-কোনও লোক ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারেন।বনের প্রাণীরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। ঠিক তেমনি প্রকৃত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ধ্যানপরায়ণ হলে শোভা পায় এবং অনাসক্ত, নিষ্কলুষ, রজঃযুক্ত লোভ-দ্বেষ-মোহবিহীন হয়।

" পবিত্র বেদ অনুযায়ী যে-কোনও কেউ-ই যদি শাস্ত্রপাঠের মাধ্যমে জ্ঞানী হতে পারে তবে সে যজ্ঞ করতে সক্ষম। পবিত্র বেদের বর্ণাশ্রম কর্ম ও গুণভিত্তিক, জন্মভিত্তিক নয়। আর তাই-ই আইন করে প্রতিষ্ঠিত করল দিল্লির সুপ্রিম কোর্ট। আর এই রায়ের মাধ্যমে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদ ও মূর্খদের বর্ণপ্রথার দর্প চূর্ণ হল, বিজয় লাভ করল পৃথিবীর কোটি কোটি তথাকথিত দলিত, পদহত, শূদ্র সনাতন ধর্মালম্বী মহৎ প্রাণগণ।

শাস্ত্র বলছে ব্রাহ্মণ-ঘরে জন্মালেই কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে যায় না, যেমন মুসলমান-ঘরে জন্মালেই কেউ মুসলমান হয় না। বিশেষ নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেমন মুসলমান হতে হয়, তেমনই ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠার জন্য বেশ কিছু নিয়ম করার বিধান দিয়েছে শাস্ত্র। বল্লালচরিত্র ধৃত পূর্ব খণ্ডের ১৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে – “জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। বেদ পাঠী ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ”।। অর্থাৎ, “জন্মমাত্রেই সবাই শূদ্র। সংস্কারে দ্বিজ পদবাচ্য হয়। বেদ পাঠেই বিপ্র হন এবং ব্রহ্মকে জানলেই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য”।

****
****

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ ভবেদ্দ্বিজঃ ।
বেদপাঠাদ্ ভবেদ্বিপ্রা ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ ।।

অনুবাদঃ- জন্মসূত্রে প্রত্যেকেই শূদ্র, প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে কেউ দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হতে পারে, বেদ পাঠ করলে বিপ্র হওয়া যায় এবং ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন যিনি তিনিই ব্রাহ্মণ।